The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা নাটকের সনকা চরিত্র বিশ্লেষণ

Susmita Sarkar
Former Student, Dept. of Bengali, University of Gour Banga, Malda, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400047

Abstract

সময়ের সাথে মানুষের চিন্তাধারা, জীবনদর্শন, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। এর প্রতিফলন সাহিত্যেও স্পষ্ট। চর্যাপদের সাধন সংগীত থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় দেবী নির্ভর সাহিত্য আজ হয়ে উঠেছে যুক্তি নির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে শুরু হয়েছে দেবায়ন থেকে মানবায়নের যাত্রা। এই সময়কার অর্থাৎ আধুনিক যুগের মূল বৈশিষ্ট্যই হয়ে উঠেছে মানবতা, নারী জাগরতা ও বাস্তবতা। এই সাহিত্যে দেব-দেবী তুচ্ছ, মানুষ এবং মনস্তত্বই প্রধান। প্রথাগত রীতিনীতি ভেঙে আধুনিক সাহিত্যিকরা ব্যক্তিমন, বিচ্ছিন্নতাবোধ,অস্তিত্ববাদ এবং সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলছেন তাঁদের সাহিত্যে। তবে পুরাতনকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ না করে নবরুপায়নের প্রবণতা সাহিত্যিকদের মধ্যে বর্তমান। আধুনিক সাহিত্যিকরা পুরাতনকেই অবলম্বন করে অর্থাৎ পুরান-মিথ কেন্দ্রীক সাহিত্য রচনায় ঝুঁকেছেন তা অবশ্যই নব যুগের ভিভিতে, নব প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী করে। এই সাহিত্যিকদের হাতে পড়ে পুরানের দেব-দেবী স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে এসে নেমেছে। পুরানকথার পঞ্চকণ্যার মতো নানান চরিত্রকে বর্তমান সময়ের আলোকে উপস্থাপন করে তাঁদের গভীর মনস্তত্ব ও মানবিক দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন এযুগের সাহিত্যিকরা। নাটক, উপন্যাস কাব্য, কবিতা প্রায় সব ধারাতেই এই পুরানের নব রুপায়ন লক্ষ্যণীয়। নাট্যকার শম্ভু মিত্রও তাঁর 'চাঁদ বানিকের পালা' নাটকটি এই ছাঁচেই রচনা করেছেন। বর্তমান বিপ্লতা থেকে মুক্তি পেতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন দেশজ মিথের। মনসামঙ্গলের প্রচলিত চাঁদ সদাগরের কাহিনিকে ভেঙে তিনি কালের অন্ধকারে স্বকীয়বোধ ও শুভলোকের উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। মধ্যযুগের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও এই নাটক ধর্মের বেড়িতে আবদ্ধ নয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিদের কাহিনি এখানে নিছক সংকট বা চম্পক নগরের কাহিনি নয় এটি আধুনিক-সময়ে ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রের এক সংস্করন। তাই তাঁর নাটকে সব চরিত্রই মধ্যযুগের পোষাক পরিহিত-নিতান্তই আধুনিক নরনারী। এই অভিমত সনকা চরিত্রটির ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রযোজ্য। সনকা চরিত্রের প্রতিবাদ, বাস্তবতা, আত্মসন্ধান সবই আধুনিকতার প্রতিভূ। তার সংলাপ গুলি মধ্যযুগের নারীর মুখের নয় এক আধুনিক বাঙালী নারীর সংলাপ। এই নাটকটিতে চাঁদ চরিত্রটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি আধুনিক দৃষ্টিতে সনকা চরিত্রটির গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

Keywords: *আধুনিকতা, নব রুপায়ন, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্তিত্ববাদ, আত্মসন্ধান,সনকা*

Introduction

বিভিন্ন সময়ের সমাজিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন মানুষের চিন্তাচেতনা, জীবনবোধ, আদর্শ, বিশ্বাস, রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ সৃষ্ট এই সাহিত্য সে সময়ের দর্পণ হয়ে ওঠে। তাই বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আঙ্গিক ভিন্ন। এক একটি যুগের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে তাই পূরণ করতে সাহিত্যের এই পরিবর্তন। সমাজের কাটা খালে সাহিত্য নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যও ব্যতিক্রমী নয়। প্রাচীন মধ্যযুগের ভক্তিবাদ-ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করে এখনকার সাহিত্য হয়ে উঠেছে যুক্তি নির্ভর, আত্মসন্ধানী, ব্যাক্তিকেন্দ্রীক। এই পরিবর্তন অবশ্যই একদিনে ঘটেনি। তবে বাংলা সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। আর এই পরিবর্তন আসে ইংরেজদের হাত ধরে। ইংরেজদের শাসনকালে ইংরেজী ভাষার মারফতে বাঙালী প্রথম বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের দরবারে হাজির হয়। বিভিন্ন দেশের মানুষের বিচিত্রতা, জীবন প্রণালী,

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাদ বাঙালী পায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনে প্রাণে ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শকে গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্য পদাবলী-পাঁচালী ও দেব দেবীর লীলা কীর্তন ছেড়ে মাটির বুকে পা রাখে। সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় প্রাধান্য পায় মানবজীবনের দুঃখ হতাশা বেদনা। দ্রুত নগরায়ন, দুই বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মনে তৈরি করে অস্তিত্বের সংকট, জটিলতা, বিশ্বাসহীনতা। তাই ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ আধুনিক সাহিত্যের মূল উপজীব্য। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটিও এই আধুনিকতার রঙে রাঙিন। চাঁদের অন্ধকারের বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই নাটকে প্রধান। সনাতন ভাগ্যের বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, অন্ধবিশ্বাস বনাম যুক্তি ও প্রতিকূলতায় টিকে থাকার মানবিক দর্শনই নাট্যকার মধ্যযুগীয় বাতাবরণে ফুটিয়ে তুলেছেন। চাঁদের সংগ্রাম এখানে আধুনিক মানুষের ভাগ্যহত দশা ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে মনে করিয়ে দেয়। তাই এই নাটক মনসামঙ্গলের আখ্যান অবলম্বনে রচিত একটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক রূপক নাটক। চাঁদ থেকে শুরু করে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর-বল্লভাচার্য-বেণীনন্দন প্রত্যেকে আধুনিক কালের আধুনিক সময়ের বিচিত্র ধরণের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। চাঁদের স্ত্রী সনকা চরিত্রটির মধ্যে এই আধুনিকতা আরও জোড়ালো।

Research Objectives

এই শোধপ্রবন্ধে বিশেষ করে সনকা চরিত্রটির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একবিংশ শতকে দাড়িয়ে মধ্যযুগের সনকাকে আমরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করে দেখব যে বর্তমান সমাজে তা কতটা প্রাসঙ্গিক।

Literature Review

আধুনিকতার জোয়ারে ভেসে মানুষ পুরোনো জিনিস নতুনভাবে দেখলেন।মধ্যযুগের আগল ঘুচিয়ে বাঙালী মধ্যযুগ, পুরাণ, মিথকেই নিয়ে এলেন নবযুগের প্রেক্ষিতে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র -এদের অধিকাংশ রচনার মূল ভিত্তিই হল পুরাণ। দেব দেবীরাই তাঁদের কাব্য নাটকের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্র গুলি অবশ্যই পৌরাণির আভরণে মর্ত্যের মানুষ। আধুনিক সাহিত্যিক প্রাচীন চরিত্র গুলিকেই সম যুগের মানুষের আবেগ অনুভূতি দর্শনের সাথে মিলিয়ে সমকালীন জীবন সংকট উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই মধুসূদনের রাবণ ব্যার্থ মানুষের মতো হাহাকার করে বলতে পেরেছেন-

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে
কি পাপে দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি?"

এই হাহাকার স্বর্গের দেবতা বা অসুরের নয় মর্ত্যের রক্ত মাংসের মানুষের হাহাকার। দেবতা দ্বারা প্রবঞ্চিত, বিধিদ্বারা বঞ্চিত রাবনের পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণা সমকালীন গণ্ডী অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে উঠেছে। পুরাণ অনুসরণ করলেও মধুসূদনের রচনায় আদর্শের মূর্তি রাম হয়ে উঠেছে খল, কুটিল আর রাবন হয়ে উঠছে ভাগ্য দ্বারা বিরম্বিত সর্বকালের বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' এর দেবতারা বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেমের বশে নিজ মাতৃভূমীকে বৃত্তের কবল থেকে মুক্ত করতে সর্বস্ব পন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'-র কৃষ্ণকে দেখেছেন যুক্তি ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে। কবিতাতেও পুরাণের পুণরাবৃত্তি বিরল নয়। 'দময়ন্তী'- র আড়ালে বুদ্ধদেব বসু মানব প্রেম, বিরহ ও নারীর শাশ্বত রূপই অন্বেষণ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'যযাতি'-তে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে দেখিয়েছেন মানুষের অতৃপ্ত কামনা, বার্ধক্যের হাহাকার ও ভোগলিপ্সা।

পুরান-মিথকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন নাটকের দ্বারাও বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো নাট্যকাররাও পুরাণের পুনরাবৃত্তি করে আধুনিক মনস্তত্ব, সমাজ বাস্তবতা ও দ্বন্দের আলোকে নবরুপে মূল্যায়ন করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী তরঙ্গিনী' 'প্রথম পার্থ'- র মতো নাটকগুলি এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি সাধক ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিনীর মাধ্যমে কাম, প্রেম আত্মসংযম ও জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনিতে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা নাট্যকার আধুনিক মানুষের অর্ন্তদ্বন্দ ও মানবিক সম্পর্কের জটিলতা গুলিকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটক পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে মানুষের মনস্তাত্বিক

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিশ্লষণের এক অসাধারণ দলিল হয়ে উঠেছে। 'প্রথম পার্থ' নাটকের কর্ণ-কুন্তী-দ্রৌপদী পৌরাণিক চরিত্রের আড়ালে আধুনিক মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। কুন্তীর মধ্যে দেখতে পাই কর্তব্য ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব। তিনি বলেন- "আমি ক্ষত্রনারী , আমি মাতা। এই দুই সত্তা আজ তর্ক পরায়ন "

এই সংলাপের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে চির অনুতপ্ত মাতার প্রতিচ্ছবি। পুরাণকেন্দ্রীক সাহিত্য রচনায় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব অসামান্য। বাঙালি জাতির হৃদয়ের আর্তি, ধর্মপ্রাণতা, দর্শন ও আধ্যাত্বিকতা তাঁর নাটক গুলির অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'দক্ষযজ্ঞ' র মতো নাটকগুলি আধুনিকতায় ভরপুর। 'জনা' নাটকটিও তাই। মিথ কেন্দ্রীক-আধুনিক নাটক রচনার কথা বললেই আমাদের মনে পড়ে যায় গিরিশচন্দ্রের এই 'জনা' নাটকটির কথা। জনা চরিত্রটির মধ্যে প্রকাশিত অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বদেশপ্রেম, আদর্শ, যুক্তিবাদ ও ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রতা এই বৈশিষ্ট্য গুলি কখনও মধ্যযুগীয় নয়। জনা পুরানের পোষাক পরিহিত এক আধুনিক তীব্র প্রতিবাদী নারী। তাইত পুত্র বিয়োগের পর পুত্র হন্তাকে মিত্রর আসনে বসালে সে স্বামী নীলধ্বজকে তীরস্কার করতে কুণ্ঠিত হয় নি, ক্ষত্রীয় ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে-

"ধন্য ধন্য মহারাজ
দাসত্বে আনন্দ-তব বহু
রাখিলে ক্ষত্রিয় কীর্তি-অতুল জগতে
পুত্র ঘাতী বিপক্ষ-দাস!"

এই ধরায় পরবর্তী কালে মনোজ মিত্রের 'অশ্বত্থামা', মন্মথ রায় এর 'চাঁদ সওদাগর' এর মতো নাটক গুলি রচিত হয়েছে। বহুরুপী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠতা শম্ভু মিত্রই বা বাদ যান কেন। তাঁর' চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি মনসামঙ্গলের আখ্যানে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম, ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের টিকে থাকার লড়াই। চাঁদ সওদাগর এখানে একজন আধুনিক ব্যক্তি ও দেবদ্রোহী। মধ্যযুগের কাব্যে চাঁদ ছিলেন মনসার ভক্ত কিন্তু নাটকে তিনি যুক্তিবাদী, দেব দেবীর ভীতিহীন, মানবতাবাদী একজন সাধারণ মানুষ। বিধাতার উপর নির্ভর না হয়ে তিনি নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে চান, দেবতার অযৌক্তিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। নাটকের লক্ষীন্দর- বেহুলার মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

মূল আলোচনা

নাট্যকার শম্ভুমিত্র তাঁর সনকাকে প্রথাগত ভীরু নারীর পরিবর্তে এক বাস্তববাদী, স্নেহময়ী ও সংসারীক নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই সনকা লুকিয়ে দেবীর পূজা করে তা ভক্তিতে নয় ভয়ে। আদর্শের পিছনে ছোটা সত্যের পথে চলা স্বামীকে সাবধান করে জীবনের অন্ধকার গুলি থেকে। এই সনকা বোঝে সত্যের পিছনে আদর্শের দিকে ছুটলে জীবনে প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ কষ্ট ও বিফলতাই মেলে। চাঁদকে সে মনে করিয়ে দেয় শুধুমাত্র জ্ঞানের পূজা করলেই অহংকার দূরিভূত হয় না. তাই নিজ স্বার্থে জ্ঞানের পূজা করা যেমন প্রয়োজন অজ্ঞানও তেমনই আরাধ্যা। বাস্তববাদী সনকা তাই নিয়তির কথা স্মরণ করিয়ে বলে-" জীবনের সব অর্থ গননায় কই পাওয়া যায়-দিনমানে যে আলোক দেখি, সেইট্যা তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়। রাত্রি-আসে। হিংসা বলো, পাপ বলো, রোগ বলো- সবে বৃদ্ধি পায় সেই রাত্রির আন্ধারে"। শম্ভু মিত্রের সনকার একমাত্র স্বার্থ স্বামী পুত্রের মঙ্গলসাধন এবং মঙ্গার্থে সে স্বামীর বিপরীতে যেতেও রাজী। গোপনে মনসার পূজা করায় যখন সে স্বামীর কাছে গণিকার সাথে তুলনীয়-তিরস্কিত তখন আধুনিক সনকার জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি প্রকটিত হয়েছে। ছয় পুত্রের মৃতুতে যন্ত্রনাদগ্ধ মা দায়ি স্বামীকে লাঞ্ছিত করতে পিছুপা হয়নি। সে বলেছে- 'তুমি শত্রু আমি স্বামীহীনা। স্বৈরিণী, গণিকা যা ইচ্ছা কউক লোকে। আমি ভত্তৃহীন'- এই উক্তিতেই বোঝা যায় শম্ভু মিত্রের সনকা কতখানি আধুনিক।

আধুনিক যুগের নারী সন্তানের দায়িত্ব একা নিতে সক্ষম, নিজের অপমান নিজে দূর করতে পারদর্শী। শম্ভু মিত্রের সনকাও তাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একা নারীর লড়াই কখনই মধ্যযুগীয় নয়। মাতৃত্বের খাতিরে এই সনকা ছল, কপট মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত নয়-

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"একা নারী আমি, এই সমাজের পুরুষপুঙ্গব যতো সকলের সাথে লড়্যে, ছল করে, মিছা কয়্যা তবে না আমার কোলের সন্তানের আমি বাঁচ্যাতে সক্ষম হব। ভগবান এই ভার দেছে শুধু মায়েদের পরে।" এই ভার এই কর্তব্য পালন করতেই সে সন্তান পালনের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে অবশিষ্ট-একমাত্র সন্তানকে শুধু মাত্র টিকিয়ে রাখতে সর্ব প্রকার চেষ্টা করে গেছে।

নাট্যকার মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল ভেঙে তাঁর সনকা চরিত্রটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বাধীনচেতা ও ব্যাক্তিত্বময়ী একজন নারীর স্বরুপ। বহু বছর পর চাঁদ নেওটিয়া হয়ে ফিরে এলে সনকা তাকে একটি কুশল প্রশ্ন মাত্র কারেনি। চাঁদের বিফল হয়ে ফিরে আসার জ্বালা তার বুকেও ধ্বনিত হয়েছে। গর্ভবতী স্ত্রী-পরিবারের দায়িত্ব ত্যাগ করে দেবীর বিরুদ্ধে পৌরুষের লড়াইয়ে গিয়ে চাঁদের অসফলতা সনকার সহ্য হয় নি। স্বামীর এই রুপ অসফলতায় কোনো সাধারণ নারী-আহ্লাদিত হতে পারে না-তাই নাটকে সনকা চাঁদকে বলে- "তুমি তো আমার তরে ফির নাই সদাগর, আমি কিসে আনন্দিত হবো?"

নাটকে সনকা ও চাঁদের দ্বন্দ্বে শুধুমাত্র সনকা চরিএটিই প্রস্ফুটিত হয় নি তার পাশাপাশি চাঁদ চরিত্রটিরও ত্রুটি গুলি ধরা পড়েছে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে চাঁদের সনকাকে অবহেলা এবং পরবর্তীতে বার্ধ্যক্যে পৌঁছে ভালোবাসা দাবি করা সব-ই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ করে। তবে এই সনকা চিরাচরিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত নারীর প্রতিক নয়, তাই সে ভালোবাসায় অবহেলিত হয়ে পুনরায় ভালবাসতে নারাজ। চাঁদের সামনে আয়না হয়ে দাঁড়িয়ে এই সনকা বলে-"তুমি শুধু শিবের আসন প্রতিষ্ঠার তরে এতোদিন যুদ্ধ করো নাই। ওটা হোল পরবর্তী কথা আগুকার কথা হোল তুমি অহঙ্কারী। আপনার অহঙ্কার তোষণের তরে তুমি লড়াই কইরেছ। শিব সেথা উপলক্ষ্যমাত্র।"

আদর্শ নিষ্ঠার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অহঙ্কারী কু-চরিত্র চাঁদকে সনকা আমাদের সামনে এই ভাবে তুলে ধরেছে। শুধুমাত্র চাঁদের সাথেই নয় বেহুলার সাথেও কথোপকথনে আধুনিক নারী হিসেবে সনকা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। লক্ষীন্দরের পাড়িতে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে বলেছে বেহুলাকে এবং তা করতে গিয়ে সনকার দুঃখ, একাকীত্ব ভালোবাসাহীন নারীর যন্ত্রণা ধরা পড়েছে। বেহুলাকে সে পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে সচেতন করে বলেছে-

"কখনো উজাড় কইরা দিও না নিজেরে। তোমার প্রেমের যতো অন্ধিসন্ধি সব যদি জানা হয়্যা যায় কৌতূহল মিটে যাবে। পুরাতন পড়া পুঁথিসম তোমারে ফ্যোলা চল্যে যাবে অন্য এক নারীর নিকট।"

বাস্তববাদী সনকা সমাজের আদর্শহীনতায় অন্ধকারের ভয়াভয়তা সম্পর্কে অবগত। তাই সে অন্ধকারের আরাধনায় শান্তির পথ বেছে নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু চাঁদ তার বিপরীত। তাই তাদের অহরহ যুদ্ধ।সনকা আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন নারী সে জানে অন্ধভক্তি অহংবোধ দিয়ে জীবন চলেনা। এইখানেই চাঁদ ও সনকা চরিত্রের বৈপরিত্য।তবে শম্ভু মিত্রের সনকা অবজ্ঞার প্রতিবাদ জানে।চাঁদের বিফলতা- আদর্শচ্যুত হয়ে ফিরে আসা সাধারণ নারীর মতো সনকার কাছে বেদনাদায়ক হলেও সে চাঁদকে বুঝিয়ে দেয় তার নিজের ভুলের জন্যই তার জীবনের এই রুপ করুণ পরিণতি। অহংবোধই চাঁদের কাল। শুধু চাঁদের সাথে বিবাদ নয় সনকার অর্ন্তদ্বন্দও নাটকটিকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রেয়সী এবং মা এই দুই সত্তার বিরোধে জর্জরিত সনকা বলে- "পুরুষের নির্মিত সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হতে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে। তাই নারী নিজেও জানে না কিসে সে পূর্ণতা পাবে।"

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যধারার সনকা চরিত্রটি প্রথাগত এক নারী চরিত্র। মনসামঙ্গলের প্রায় সকল কবিই তাকে একজন পতিব্রতা স্ত্রী অসহায় জননী হিসাবে দেখিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের সনকা সবচেয়ে মানবিক ও জীবন্ত হয়ে উঠলেও তাকে মনসামঙ্গলে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি না। কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে সমাজের অন্ধকার থেকে আলোর অন্বেষণ করতে গিয়ে সনকা চরিত্রটিকে যেভাবে একেঁছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর হাতে পড়ে সনকা মধ্যযুগের অবগুন্ঠন ত্যাগ করেছে। বিংশ শতকের নারীদের অবস্থা, পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বাস্তববাদী মানসিকতা, অর্ন্তদ্বন্দ্ব সনকা চরিত্রটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। মনসা মঙ্গলের গণ্ডী-তথা মধ্যযুগের সীমা অতিক্রম করে সনকা চিরন্তন প্রতিবাদী নারীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। তাই 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের সনকা কোনো মধ্যযুগীয় পৌরানিক নারী নয় একজন দৃঢ়চেতা আধুনিক নারী।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

References

দত্ত, মধুসূদন, (২০২২), মেঘনাদবধ কাব্য, দেবশীশ ভট্টাচার্য, 6/2 রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা 700009।

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, (২০২০), জনা, ১১০/১ সি রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা ৭০০০০৯।

মিত্র, শম্ভু, (১৪২৭), চাঁদ বনিকের পালা, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, (২০১৫-২০১৬), বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026